দৈনিক সংবাদ 20

তারিখ ... 22/2/2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

## জাতির বিবেক ও শিক্ষা বোর্ডের কাছে অপ্রিয় প্রশ্ন

দেশব্যাপী নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ নতুন সংস্করণের প্রকাশিত বই নিয়ে চরম বিভ্রান্তির শিকার। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলের কাছে আজ একটিমাত্র প্রশ্ন-শিক্ষা বোর্ড নতুন সংস্করণের নাম করে অমূলক, ভিত্তিহীন নামমাত্র প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে বই ছেপে আমাদেরকে কি বিভ্রান্তিতে ফেলল? বোর্ডের ভাষ্য ছিল, সিলেবাস পরিবর্তনের জন্য নতুন বই ছাপানো হবে। কিন্তু সরজমিনে কার্যত দেখা যাচ্ছে, নব প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে মলাটসহ কয়েকটি বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি করা ছাড়া পুরনো সংস্করণের আর কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি। বইগুলোর মুদ্রণ ও কাগজ আগের চেয়ে অনেক নিম্নমানের। আমি নিজে দেখেছি। ইংরেজি বইটির দাম পূর্বাপেক্ষা ১০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরনো সংস্করণে ছিল ২২ টাকা আর এখন নতুন সংস্করণে মূল্য দেয়া হয়েছে ৩২ টাকা। বইটির মূল্যবৃদ্ধি ও প্রচ্ছদ পরিবর্তন করা ছাড়া আর কিছুই বদলানো হয়নি। নতুন সংস্করণের নাম করে পুরনো সংস্করণের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ এহেন অমূলক ভিত্তিহীন নিছক মলাট পরিবর্তন করাতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কতটুকু জ্ঞান বর্ধিত হবে তা আমার বোধগম্য নয়, আর আমরা অভিভাবকরাই বা কি পেয়েছি? ইংরেজি বইটি আমরা গত বছর ছাত্রদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি ২২ টাকা দিয়ে, আর এ বছর মলাট ছাড়া কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি অথচ এই বইটির তাদের হাতে কিনে দিতে হবে ৩২ টাকা দিয়ে। অভিভাবকদের প্রতি শিক্ষা বোর্ডের এটি মনে হয় সুচিন্তিত ও বিবেকপ্রসূত উপহার। তাই নয় কি?

ফারুক আহমেদ
শিলা ফার্মেসি
পুরুড়া চৌরাস্তা
ডাক-পুরুড়া
তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।